তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৪৭

**ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কে বিশ্ব গণমাধ্যমে সঠিক প্রচার গুরুত্বপূর্ণ**

**-- ইস্তানবুলে তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ কার্তিক (২২ অক্টোবর):

ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কে বিশ্ব গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সঠিক প্রচারকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ। তিনি বলেন, ইসলামের মূলমন্ত্র যে শান্তি এবং ধর্মের দোহাই দিয়ে সন্ত্রাসবাদ যে ইসলাম সমর্থন করে না তা বিশ্বজনের কাছে তুলে ধরতে ওআইসি ও তার সদস্য দেশগুলো বহুমুখী পদক্ষেপ নিতে পারে।

তুরস্কের ইস্তানবুলে আজ ইসলামি সহযোগিতা সংস্থাভুক্ত (অর্গানাইজেশন অভ্‌ ইসলামিক কো-অপারেশন-ওআইসি) দেশগুলোর তথ্যমন্ত্রীদের দ্বাদশ সম্মেলন ইসলামিক কনফারেন্স অভ্‌ ইনফরমেশন মিনিস্টার্স (আইসিআইএম) এ বাংলাদেশের পক্ষে তার বক্তৃতায় মন্ত্রী এ মত ব্যক্ত করেন।

তুরস্কের যোগাযোগ অধিদপ্তরের (ডিরেক্টরেট অভ্‌ কমিউনিকেশন্স) প্রেসিডেন্ট ফাহরেতিন আলতুন (Fahrettin Altun) এর সভাপতিত্বে ওআইসি মহাসচিব হুসেইন ব্রাহিম তাহা (Hussein Brahim Taha) এবং সদস্য দেশগুলোর তথ্যমন্ত্রীরা ‘তথ্যবিকৃতি ও ইসলামভীতি প্রশমন’ (কমব্যাটিং ডিজইনফরমেশন এন্ড ইসলামোফোবিয়া) প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সম্মেলনে বক্তব্য দেন।

ওআইসি’র সামনে বাংলাদেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা ও জঙ্গিবাদ দমনের উদাহরণ তুলে ধরেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ। তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধুর কন্যা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এদেশে যেমন শান্তিপূর্ণভাবে সবার নিজ নিজ ধর্মপালনের পরিবেশ বজায় রয়েছে তেমনি ধর্মকে কেউ যাতে জঙ্গিবাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে, সে বিষয়ে শূন্যসহিষ্ণুতার নীতি নিয়েছে সরকার।

ড. হাছান বলেন, ‘বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়া সত্ত্বেও মানবতার খাতিরে ১১ লাখের বেশি মিয়ানমারের নাগরিক রোহিঙ্গাকে সাময়িক আশ্রয় দিয়েছে। করোনা মহামারি, ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী মন্দার ভেতরেও রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা দিয়ে আসছে সরকার। এটি নিয়ে অনেক সময় বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো হয়ে থাকে। কিন্তু আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই, রোহিঙ্গাদের পূর্ণ নাগরিক অধিকার নিয়ে তাদের নিজের দেশ মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনই একমাত্র সমাধান এবং তা যত দ্রুত হয়, ততই সকলের জন্য মঙ্গল।’

সম্মেলনে ফিলিস্তিন প্রসঙ্গেও দেশের সুস্পষ্ট অবস্থান তুলে ধরেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী। ফিলিস্তিনিদের প্রতি দেশের পূর্ণ সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে তিনি বলেন, বাংলাদেশ মনে করে, স্বাধীন সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনই এ বিষয়ে একমাত্র সমাধান। ওআইসি সদস্যদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, আশা করি, কোনো দেশের জাতীয় কোনো ইস্যু স্বাধীন ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন থেকে আমাদেরকে বিচ্যুত করতে পারবে না।

করোনা মহামারি ও বিশ্বমন্দার মধ্যেও বাংলাদেশের অগ্রগতি তুলে ধরে তথ্যমন্ত্রী হাছান বলেন, করোনার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী সিদ্ধান্তে ঘোষিত ২৩ বিলিয়ন ডলারের প্রণোদনা প্যাকেজ দেশের অর্থনীতিকে সচল রেখেছে এবং মহামারির মধ্যেও আমরা ২০২১ সালে ৬ দশমিক ৯৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি, যা চলতি বছর ৭ দশমিক ২৫ শতাংশে দাঁড়াবে বলে অর্থনীতিবিদরা আশা করছেন।

সম্মেলন শেষে আগামীকাল দেশের উদ্দেশ্যে তথ্যমন্ত্রীর ইস্তানবুল ত্যাগ করার কথা। সম্মেলনের সিনিয়র অফিসিয়ালস সভায় যোগদানকারী মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ ফারুক আহমেদ মন্ত্রীর সাথে রয়েছেন।

#

আকরাম/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/আরাফাত/সেলিম/২০২২/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৪৬

**প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় জেলা পর্যায়ে সাহিত্যমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে**

**---সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

শেরপুর, ৬ কার্তিক (২২ অক্টোবর):

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় বাংলা একাডেমির সমন্বয়ে জেলা পর্যায়ের সাহিত্যিকদের সৃষ্টিকর্ম জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় জেলা পর্যায়ে সাহিত্যমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ বছরের ১৪ই ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ নির্দেশনা দেন। তখন এ নির্দেশনার যৌক্তিক কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেহের খোরাক জোগানোর পাশাপাশি মনের খোরাকও নিশ্চিত করা জরুরি। আমরা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেহের খোরাক জুগিয়েছি। হৃদয়ের খোরাক জোগানোর জন্য দেশব্যাপী সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা বৃদ্ধি করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ শেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ও বাংলা একাডেমির সমন্বয়ে শেরপুর জেলা প্রশাসন আয়োজিত দুই দিনব্যাপী (২২-২৩ অক্টোবর) ‘শেরপুর জেলা সাহিত্যমেলা ২০২২’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

শেরপুর জেলা প্রশাসক সাহেলা আক্তারের সভাপতিত্বে ‘শেরপুর জেলা সাহিত্যমেলা ২০২২’ এর উদ্বোধন করেন হুইপ ও সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আতিউর রহমান আতিক। এতে প্রধান বক্তা হিসাবে আলোকপাত করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক জাতিসত্তার কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন সাবেক সিনিয়র সচিব ও বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরামের নির্বাহী সভাপতি মোঃ আবদুস সামাদ ফারুক।

প্রধান অতিথি বলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছিল আত্মিক সংযোগ। তিনি শুরু থেকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনেরও উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর সার্বিক দিকনির্দেশনাকে অন্তরে ধারণ করে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন।

কে এম খালিদ বলেন, প্রধানমন্ত্রীর যোগ্য, বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে গেছে। প্রতিমন্ত্রী এসময় বিএনপি'র রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্তকে নস্যাৎ করতে সকলকে সজাগ থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

প্রতিমন্ত্রী পরে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরাম শেরপুর জেলা শাখা আয়োজিত ‘শেরপুর জেলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি উৎসব ২০২২’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন।

#

ফয়সল/পাশা/সঞ্জীব/আরাফাত/আব্বাস/২০২২/১৮৩১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৪৫

**ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ‘মিসইউজ- অ্যাবিউজ’ কমেছে**

**--আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ কার্তিক (২২ অক্টোবর) :

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে বর্তমানে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ‘মিসইউজ ও অ্যাবিউজ’ অনেক কমেছে। সরকার এ আইনের মিসইউজ ও অ্যাবিউজ বন্ধ করার চেষ্টা করছে এবং করবে। এ আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রশাসন যাতে ‘ওভার রিঅ্যাক্ট’ না করে সেটাও দেখবে।

আজ রাজধানীর বনানীতে ঢাকা আর্ট গ্যালারিতে এডিটরস গিল্ড বাংলাদেশের উদ্যোগে আয়োজিত ‘ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বিতর্ক’ বিষয়ক এক গোলটেবিল বৈঠকে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

আনিসুল হক বলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাক-স্বাধীনতা বা সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ করার জন্য হয়নি। এটি জনস্বার্থেই করা হয়েছে। কেউ যদি মনে করেন, এই আইন সাংবাদিকদের টার্গেট করে করা হয়েছে, তা নয়। তিনি বলেন,  বিশ্বে এখন ডিজিটাইজেশন হচ্ছে, পেনাল কোডের ধারায় চুরি! এটি হতো আগে ফিজিক্যালি, এখন যেই মুহূর্তে চুরি ডিজিটালি হওয়া শুরু করলো তখন এটাকে কি ফিজিক্যাল আইনে পেনাল কোডের ধারায় শাস্তিযোগ্য করা যাবে? পারবেন না। পেনাল কোডের অনেক ধারাতেই ডিজিটাল মাধ্যমে অবমাননার কথা নেই। যার জন্য এসব বিষয়কে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের আওতায় আনা হয়েছে।

বিভিন্ন দেশের আইন পর্যালোচনা করা হয়েছে জানিয়ে আইনমন্ত্রী বলেন, গুড প্র্যাক্টিসেস নিয়ে এখনও আলাপ করছি। একই সময়ে হয়তো বলবেন– আলোচনা করা হচ্ছে কিন্তু আইনের তো অপব্যবহার হচ্ছে। আমি এ নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বসেছি, আমরা একমত হয়েছি যে– এই আইনে মামলা করার সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকদের আগেই গ্রেফতার করা হবে না, পাশাপাশি যে কেউ মামলা করুক না কেন সেটাকে এই মামলা হিসেবে গ্রহণ করা হবে না। যে অভিযোগগুলো আসছে সেগুলো ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনের যে ধারাগুলো আছে সেগুলোর কমপ্লেইন কি না, নাকি হয়রানি করা হচ্ছে। এগুলো দেখার জন্য আইসিটি অ্যাক্টের একটি সেল আছে। সেই সেলটিকে কার্যকর করে এই অভিযোগগুলো আমলে নিয়ে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের কোনও ধারার মধ্যে পড়ে কি না, সেটা দেখে তারপর যখন কোর্টে কিংবা থানায় পাঠানো হবে তখনই এটা মামলা হিসেবে রুজু করা হবে। এই যে একটা ধাপ বাড়িয়ে দিয়েছি আমরা। এখন আমি তো কোর্টকে বলে দিতে পারি না যেহেতু বিচার বিভাগ স্বাধীন। সাইবার ক্রাইমের যে ট্রাইব্যুনাল সেখানে প্রসিকিউশনে বলে দেওয়া হয়েছে যে প্রথমেই যেন ওয়ারেন্ট দেওয়া না হয়, সমন জারি করা হোক। যাতে তিনি (অভিযুক্ত) আদালতে আসেন, তার বক্তব্য বলেন।

মন্ত্রী বলেন, অজামিনযোগ্য মানে এই না যে, আসামি কোনোদিন জামিন পাবেন না। অজামিনযোগ্য অর্থ আসামিকে পুলিশ থানা থেকে ছাড়তে পারবেন না। বিজ্ঞ আদালত বিবেচনা করবেন তাকে জামিন দেবেন কি দেবেন না। আপনাদের এই আইন ভীতি দূর করার জন্য কী কী করা দরকার, আমরা আপনাদের সঙ্গে বসে করব। তিনি আরো বলেন, উপাত্ত সুরক্ষা আইন নিয়ে আরো আলোচনা হবে। এরপর সারা বিশ্বের উপাত্ত সুরক্ষার জন্য যে স্ট্যান্ডার্ড আইন আছে, সেরকম আইন করা হবে। তিনি নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন, এই আইন কারো উপাত্ত নিয়ন্ত্রণের জন্য করা হবে না। এটা করা হবে শুধুই উপাত্ত সুরক্ষার জন্য।

বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন এডিটর্স গিল্ডের যুগ্ম সম্পাদক সাংবাদিক ইশতিয়াক রেজা, মানবাধিকার আইনজীবী অ্যাডভোকেট জেড আই খান পান্না, সংস্কৃতিজন নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, কবি, সাংবাদিক ও কলামিস্ট সোহরাব হাসান, আর্টিকেল-১৯-এর বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক ফারুক ফয়সাল,  বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক ব্যারিস্টার মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা কামার আহমেদ সায়মন।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন একাত্তর টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক মোজাম্মেল বাবু।

#

রেজাউল/পাশা/সঞ্জীব/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৮১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৪৪

**জনবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নে আরডিএ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে**

**---স্বপন ভট্টাচার্য্য**

বগুড়া, ৬ কার্তিক (২২ অক্টোবর):

জনবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে বলে জানিয়েছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য।

আজ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়ায় দুই দিনব্যাপী ৩২তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য একটি কার্যকর কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ের লক্ষ্যে ৩২তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে আরডিএ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, এসডিজি, ভিশন ২০৪১ ও ডেল্টাপ্লান বাস্তবায়নে আরডিএ বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। জাতির পিতার লক্ষ্য ছিল সমাজ হবে বৈষম্যহীন, উন্নয়ন হবে সুষম। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে অগ্রাধিকারভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোঃ মশিউর রহমানের সভাপতিত্বে আরডিএ, বগুড়া’র মহাপরিচালক খলিল আহমদ সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। পরিকল্পনা সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য মোঃ হাবিবুর রহমান এবং প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্য সচিব মোঃ আবুল কালাম আজাদ। এছাড়া বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও প্রতিনিধিগণ পরিকল্পনা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

#

হাবীব/পাশা/সঞ্জীব/আরাফাত/আব্বাস/২০২২/১৭৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৪৩

**মানুষের গৃহ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে সরকার**

**---বাণিজ্যমন্ত্রী**

পীরগাছা (রংপুর), ৬ কার্তিক (২২ অক্টোবর):

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, মানুষের গৃহ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। গৃহহীনকে জমিসহ গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে পীরগাছাসহ দেশব্যাপী এ কার্যক্রম চলছে। দেশের মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। চক্ষু চিকিৎসা ও ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে চোখের ছানি বিনা খরচে অপারেশন করা হচ্ছে। মহিলারা বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা নিতে পারবেন, ঔষধ ও পরামর্শ দেয়া হবে।

মন্ত্রী আজ রংপুরের পীরগাছা উপজেলায় রমজান আলী মুনশি কলেজ মাঠে চক্ষু শিবির ও ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, রংপুর, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলার মানুষের ক্যানসার ও মহিলাদের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার জন্য অপু মুনশি ট্রাস্টের পক্ষ থেকে এখানে একটি হাসপাতালের নির্মাণ কাজ চলছে। রোটারি ক্লাব উত্তরা এ হাসপাতাল নির্মাণে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে। এ অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের জন্য রমজান আলী মুনশি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মেয়েদের শিক্ষার জন্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আজ কয়েকজন মেয়েকে বাইসাইকেল উপহার দেয়া হয়। মেয়েদের এগিয়ে নিতে সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে।

পীরগাছার রমজান আলী মুনশি কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ নজরুল ইসলাম হক্কানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রোটারিয়ান আইরিন মালবিকা মুনশি, পীরগাছা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শাহ মাহবুবার রহমান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ শামসুল আরেফিন, রোটারি ক্লাব উত্তরার প্রেসিডেন্ট সামছুল করীম ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি আব্দুল্লাহ আল মামুন।

#

বকসী/পাশা/সঞ্জীব/আরাফাত/আব্বাস/২০২২/১৮০৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৪২

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৬ কার্তিক (২২ অক্টোবর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১২৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৫ দশমিক ৪৯ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ২৫৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪১২ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৭৭ হাজার ৪৭২ জন।

#

কবীর/পাশা/সঞ্জীব/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৭২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৪১

**জনপ্রতিনিধিদের জনগণের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ কার্তিক (২২ অক্টোবর):

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, জনপ্রতিনিধিদের জনগণকে সাথে নিয়ে সৃজনশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে হবে৷

আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ের স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটে কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলরদের প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, জনপ্রতিনিধিরা হলেন সমাজের পথপ্রদর্শক। শুধু ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে নয়, সামাজিক উন্নয়নেও জনপ্রতিনিধিদের অবদান রাখতে হবে। উন্নয়ন করতে হবে পরিকল্পিতভাবে ৷ তিনি কুমিল্লা শহরকে আদর্শ শহর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও কমিশনারদের প্রতি আহ্বান জানান।

বর্তমান ডেঙ্গু পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্ত্রী জানান, সরকার ডেঙ্গু মোকাবিলার জন্য কাজ করছে ৷ এবছর অন্য সময়ের তুলনায় থেমে থেমে বৃষ্টি হয়েছে ৷ মূলত আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্যই এবছর ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। মন্ত্রী আরো বলেন, বর্তমানে ডেঙ্গুর অবস্থা বেদনাদায়ক কিন্তু সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম ও ফিলিপাইনসহ অনেক দেশের তুলনায় এখনো অনেক ভালো। ইতিমধ্যে মেয়রগণকে চিরুনি অভিযানসহ আরো নিবিড়ভাবে কাজ করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরফানুল হক রিফাত কাউন্সিলরদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমরা আইনের মধ্যে থেকে কাজ করব। তিনি আরো বলেন, দুর্নীতিমুক্ত ও সততার সাথে সবাইকে দায়িত্ব পালন করতে হবে ৷

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালকসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকতাগণ উপস্থিত ছিলেন৷

#

রুবেল/পাশা/সঞ্জীব/আরাফাত/আব্বাস/২০২২/১৭২৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৪০

**প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের কল্যাণে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছেন**

**-পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক** **মন্ত্রী**

বান্দরবান, ৬ কার্তিক (২২ অক্টোবর):

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য অবিরাম কাজ করে যচ্ছেন। তিনি বাংলাদেশের জনগণের প্রতি অত্যন্ত আন্তরিক। জনগণের প্রতি তাঁর অকৃত্তিম ভালোবাসা, সেবার মনোভাব ও সহযোগিতার মাধ্যমে তিনি দেশের উন্নয়ন কাজ করে যাচ্ছেন। আমরা সবাই জননেত্রী শেখ হাসিনার সেবাপূর্ণ কাজের পথ চলার অনুসারী। সেবার মনোভাব নিয়ে আমাদের সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই এদেশ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় পরিণত হবে।

আজ বান্দরবান জেলা শহরের অরুণ সারকী টাউন হল অডিটোরিয়ামে কারিতাস-এর সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে কারিতাস চট্রগ্রাম অঞ্চল আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

কারিতাসের ৫০ বছর পুর্তি উদযাপনকে স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নত বাংলাদেশ তথা সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ বিনির্মাণে কারিতাসসহ সকল বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করে যাওয়ার আহবান জানান মন্ত্রী।

এর আগে বান্দরবান শহরের রাজার মাঠ প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে অরুণ সারকী টাউন হলে গিয়ে শেষ হয়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বান্দরবান জেলা প্রশাসক ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাজিম উদ্দিন, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বান্দরবান ইউনিটের সেক্রেটারি অমল কান্তি দাশসহ কারিতাস বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলের কর্মকর্তা ও কারিতাস বান্দরবানের উপকারভোগীগণ।

#

রেজুয়ান/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/মানসুরা/২০২২/১৪৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৩৯

**শেখ হাসিনা কৃষকের মুখে হাসি দেখতে চান**

**-এনামুল হক শামীম**

শরীয়তপুর, ৬ কার্তিক (২২ অক্টোবর) :

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষকের মুখে স্থায়ী হাসি দেখতে চান। বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এমনকি বাংলাদেশি খাদ্য বিদেশেও রফতানি করা হয়। তিনি আরো বলেন, দেশের কৃষিতে হাওরের মানুষের অনেক অবদান রয়েছে। সরকার হাওরের মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য কাজ করছে।

উপমন্ত্রী আজ শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলা অডিটোরিয়ামে কৃষক সমাবেশ ও সেচযন্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

উপমন্ত্রী শামীম বলেন, কৃষি উন্নয়নে বর্তমান সরকার প্রায় ২ কোটি কৃষককে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড দিয়েছে। কৃষককে মাত্র ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। সারের দাম কয়েক দফা কমিয়ে সর্বনিম্ন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। আর বিএনপির সময়ে সারের দাম ছিলো কৃষকের নাগালের বাইরে। তিনি আরো বলেন, কৃষি প্রণোদনা ও পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় প্রতি বছর কয়েক লাখ কৃষককে বিনামূল্যে ভালো মানের উন্নত জাতের বীজ, সার ও অন্যান্য উপকরণ দেওয়া হচ্ছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য ৩ হাজার ২০০ কোটি টাকার প্রকল্প চলমান রয়েছে যার আওতায় ৫০% থেকে ৭০% ভর্তুকি মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি দেওয়া হচ্ছে।

উপমন্ত্রী আরো বলেন, নদীভাঙন ঠেকাতে সারা দেশে বিভিন্ন স্থায়ী প্রকল্প চলমান রয়েছে এবং নতুন নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে। এছাড়া সারাদেশে নদীভাঙন এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে, বাঁধ প্রশস্তকরণ হচ্ছে, বনায়নও করা হচ্ছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও জনগণের সঙ্গে কথা বলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

নড়িয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জ্যোতি বিকাশ চন্দ্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক মো. পারভেজ হাসান, নড়িয়া উপজেলা চেয়ারম্যান একেএম ইসমাইল হক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর শরীয়তপুরের উপ-পরিচালক মো. মাতলুবুর রহমান, নড়িয়া পৌরসভার মেয়র আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ।

#

গিয়াস/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/মাসুম/২০২২/১৩২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৩৮

**বান্দরবানের রোয়াংছড়ির দুর্গম এলাকায় সোলার প্যানেল বিতরণ**

রোয়াংছড়ি (বান্দরবান), ৬ কার্তিক (২২ অক্টোবর) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর আগে কেনো সরকার প্রধান এদেশের নাগরিকদের এতো সুযোগসুবিধা করে দেননি। এ লক্ষ্যে পার্বত্য দুর্গম অঞ্চলের প্রতিটি পরিবারকে সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, রোয়াংছড়ি উপজেলার দুর্গম এলাকায় ১ হাজার ২৪০টি পরিবারকে বিনামূল্যে সোলার প্যানেল বিতরণ করা হবে।

গতকাল বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাছা ইউনিয়নের তালুকদার পাড়ায় সোলার হোম প্যানেল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

পার্বত্য মন্ত্রী বলেন, প্রত্যেক উপকারভোগীকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এক লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের সোলার প্যানেল দেওয়া হবে। এছাড়া, সরঞ্জামগুলো স্থাপনের জন্য প্রত্যেক পরিবারকে নগদ ৬৫০ টাকা করে প্রদান করা হবে। তিনি আরো বলেন, এই সোলার প্যানেল সঠিকভাবে ব্যবহার করলে অন্তত ২০ বছর পর্যন্ত প্রত্যেকটি পরিবার বিনামূল্যে বিদ্যুতের আলো পাবেন। প্রত্যেক উপকারভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে একজনকে প্যানেলের ব্যবহারবিধি জানার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে সরকার। প্রত্যেকে এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আরো ৬৫০ টাকা করে পাবেন।

মন্ত্রী বলেন, দুর্গম ও প্রত্যন্ত পাহাড়ী অঞ্চলে গ্রিড লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানো অত্যন্ত দুষ্কর ও ব্যয়বহুল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে সরকার বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি এ তিন জেলার প্রত্যন্ত দুর্গম এলাকার সুবিধাবঞ্চিত পরিবারকে বিনামূল্যে সোলার প্যানেল বিতরণ ও স্থাপন করে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, পার্বত্য দুর্গম এলাকায় ১০ হাজার ৮৯০ টি পরিবারকে সোলার হোম সিস্টেম এবং ২ হাজার ৮১৪টি সোলার কমিউনিটি সিস্টেমের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ করছে সরকার।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে পার্বত্য উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান নুরুল আলম চৌধুরী, সদস্য-বাস্তবায়ন ও প্রকল্প পরিচালক মো. হারুন-অর-রশিদ, জেলা পুলিশ সুপার মো. তারিকুল, জেলা পরিষদ সদস্য মো. মোজাম্মেল হক বাহাদুর, বাবু সিংঅং খুমী, রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বাবু চহাইমং মারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বান্দরবান ইউনিটের নির্বাহী প্রকৌশলী আবু বিন মোহাম্মদ ইয়াছির আরাফাত, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খোরশেদ আলম চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/মাসুম/২০২২/১০৫০ ঘণ্টা